দৈনিক সংবাদ

15 MAY 1992

তারিখ 15 MAY 19.. পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

একটি না-মঞ্জুর নিবেদনের খসড়া

অনিরুদ্ধ

ঢাকা সিটি কলেজ একটি নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সাল থেকে কলেজটির পত্তন হয়। স্বাধীনতার পর এক সময় ঢাকা সায়েন্স ল্যাব-রেটারীর সামনে স্বল্পায়তন বিশিষ্ট একটি স্থানে এখন সিটি কলেজের বর্তমান ঠিকানা।

কলেজটির সুনাম আছে লেখা পড়ায়। ১৯৯০ সালের গণ আন্দোলনে বিজয়ের পর প্রথম এখানে ছাত্রসংসদ গঠিত হয়। এর আগে এখানে কোন ছাত্রসংসদ ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা এখানে অনন্যমনা হয়ে লেখাপড়া করবে এটাই এখানকার শিক্ষক মণ্ডলীর মনোভাব। একথার অর্থ এই নয় যে, তারা ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে।

বর্তমানে কয়েক বছর ধরে বিশেষভাবে '৮০ দশক থেকে ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাসী ভাবধারার জোয়ার চোখে পড়ে। এটা অভিভাবকদের বেশী উৎকন্ঠার বিষয়। কারণ গত কয়েক বছরে এক হিসাব মতে ২৯ জন ছাত্র লাশ হয়ে তাদের বাপ-মার কোলে ফিরে গিয়েছে।

বর্তমানে সিটি কলেজেও এই সন্ত্রাসের ছোঁয়া লেগেছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে এজন্য বুঝি ছাত্ররা দায়ী। ছাত্রদের দায়ী করা ঠিক হবে না এটাও একটা অভিমত। তাদের বক্তব্য রাজ-নৈতিক দলের অলিখিত প্রশ্রয়ে সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি সিটি কলেজে একজন ছাত্রনেতার ভর্তিকে কেন্দ্র করে কিছু উত্তেজনা ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য ছিল যে, একজন ছাত্র গত পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। তারা পুনরায় তার পরীক্ষা নিতে সম্মত। কিন্তু কোনমতেই তাকে নতুন করে ভর্তি করতে অপারগ। উক্ত ছাত্র বন্ধুটি অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেনি। তাকে ভর্তি না করার জন্য ছাত্রদের একাংশ বিক্ষুব্ধ হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ এটা আঁচ করে যাতে কোন সন্ত্রাসী ঘটনা না ঘটে এজন্য পুলিশকে জানিয়ে রাখে। কার্যকালে দেখা গেল একটা ক্লিনিকের এ্যাম্বুলেন্সে করে বহিরাগতরা এসে শিক্ষকদের হুমকি দেয়, কিছু ভাংচুর করে। এ্যাম্বুলেন্সে করে একজন অসুস্থ ছাত্রকে আনা হয়েছে এটা না হয় মেনে নেওয়া গেল। তবে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটল কীভাবে। পুলিশ যদি এদিকে সময়মত নজর দিতো, তাহলে সিটি কলেজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেও-য়ার মত পদক্ষেপ কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিতে হত না।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের একটা অংশ, এখন এই ঘটনা কেন্দ্র করে অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবী করেছে। সরকার এবং বিরোধীদল সকলেই সন্ত্রাসের নিন্দা করেন এবং এক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। অথচ দেখা গেল সিটি কলেজের ব্যাপারে তারা নিশ্চুপ।

সাধারণ দেশবাসী দেখেছে দু একটি কলেজে যেখানে ছাত্র সংসদ নেই সেখানে সন্ত্রাস হয় না। কারণ কলেজে প্রাধান্য বিস্তার বা প্রাধান্য রক্ষা করার সমস্যা এ ধরনের কলেজে দেখা যায় না।

২৭শে এপ্রিল বহিরাগত সন্ত্রাসীরা সিটি কলেজে ঢুকে শিক্ষকদের গালা-গালি করে এবং একজন শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। কলেজের কিছু সম্পত্তির ক্ষতি হয়। একজন অসুস্থ ছাত্রকে সামনে রেখে এই যে সন্ত্রাস তার শিকার হল ছাত্রছাত্রীরা। তাদের ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা স্থগিত রাখা হল।

এখন দাবী উঠেছে অধ্যক্ষের পদত্যাগ চাই। সিটি কলেজ কোন একক ব্যক্তির কর্তৃত্বে চলে না। সুতরাং এ ধরনের দাবী শুধু অবাঞ্ছিত নয়, অগণতান্ত্রিক। কিছু ছাত্র দাবী করলে আর বহিরাগতরা (তারা অন্য কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হতে পারে) সেটা সমর্থন করলেই তা গণতান্ত্রিক দাবী হয় না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ কি অধ্যক্ষের অপসারণ দাবী করেছে? আর যদি করে তার কারণ কি? এ ধরনের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অধ্যক্ষ ছাত্র রাজনীতি করতে দিতে ইচ্ছুক নন। সেটা আসলে ঠিক নয়। গত ১৯৯০ সালে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি কোন মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য। এখন আর এটা করা সম্ভব নয়। কারণ রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্ততঃ সরকারী মহলে মৌলবাদ প্রতিপক্ষ নয়। সুতরাং এখন অন্য কথা বলে।

দেশের অনেকগুলো শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠান সন্ত্রাসকবলিত। সিটি কলেজ এই অভিশাপ থেকে এযাবৎ মুক্ত ছিল। যারা রাজনীতি করেন না, কমে বোঝেন, এরকম এক ব্যক্তি গত ২৯শে এপ্রিল আমাকে বলেছিলেন যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হবার নয়। ওখানে রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে।

তাকে আমি '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন যে, আমাদের দেশের অসংখ্য অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে পড়তে পাঠান। তাদের ছেলেমেয়েরা যদি পুলিশের গুলিতে মারা যায় তবে সান্ত্বনার কথা যে স্বৈরাচারী সরকারের আমলে এটাই স্বাভাবিক। মোনেম খাঁ শুরু করে গেছে ছাত্র রাজনীতিতে এই সন্ত্রাসের ধারা। আপনাদের কলা-মিস্টদের অনেকে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের উৎপত্তি নিয়ে মোনেম খাঁকে দায়ী করেছেন, তাতে আমি একমত। ছাত্ররা যখন এখন নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ করছে এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পর। এটাও কি মরহুম মোনেম খাঁর নির্দেশে চলছে। আমি লা'জওয়াব।

উত্তেজনা কমলে ভদ্রলোক বিকল্প প্রস্তাব দিলেন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য। তা হল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে রাজনৈতিক ও গণসংগঠনের নেতা-নেত্রীদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করতে হবে। তারা ভারতে বা লণ্ডন, আমেরিকায় তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে আমাদের সন্তানদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার রাজনীতি তাদের করতে দেয়া হবে না।

সিটি কলেজ প্রসঙ্গে তার উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারলাম না। তার কোন ছেলেমেয়ে কি পড়ে? না, তিনি বললেন পড়ে না, আল্লাহ মেহেরবান।

সিটি কলেজে ২৭শে এপ্রিলের ঘটনায় পুলিশ কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল। এ অভিযোগ কলেজ কর্তৃপক্ষের এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর।

ছাত্ররা সাংবাদিক সম্মেলন করেছে, তারা এজন্য সন্ত্রাসী রাজ-নীতিকে দায়ী করেছে। সিটি কলেজে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। অথচ মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার মনোভাব নিয়ে তারা ছাত্রভর্তি সীমিত রাখছে। এই কল্পিত অভিযোগের একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন শিক্ষ-করা। আর কলেজ বন্ধ থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্ররা। এরা সবাই কি মিথ্যা প্রচার করছেন? ছাত্ররা তাদের সাংবাদিক সম্মেলনে একটা কথা বলেছেন। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশে সাংবাদিকগণ কখনো কখনো আগ্রহ দেখান না।

ছাত্রদের বক্তব্য এখানে তুলে দিলাম ঃ

(১) বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-ঙ্গনে সন্ত্রাস একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে সাংবাদিকরা এটিকে তেমন গুরুত্বসহকারে দেখছেন না।

(২) প্রভাবশালী মহলের চাপে প্রকৃত ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া।

(৩) প্রকৃত সত্য প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটি সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হতে পারে এই আশংকা। আমাদের দেশে গণতন্ত্র চর্চার পরিবেশ কেমন উপরোক্ত তিনটি অনুমানভিত্তিক কারণ তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সর্বত্র 'ষড়যন্ত্র' দেখায় অভ্যস্ত চোখ গণতন্ত্রের রীতিনীতি স্বীকার করতে চায় না। এটাই হল আমাদের সমস্যা।

ঢাকা সিটি কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একটি প্যারোডি করেছে কবি হেলাল হাফিজের একটি কবিতার কয়েকটি চরণের ঃ

''এখন অস্ত্র হাতে যার
সন্ত্রাস করার উপযুক্ত সময় তার
এখন ক্ষমতা আছে যার
সত্যকে আড়াল করার উপযুক্ত সময় তার।''

'৯০-এর গণআন্দোলনের বিজয়ের পর আমরা কখনো এমন বিশ্রী অবস্থার মুখোমুখিহইনি।

অধ্যক্ষের পদত্যাগ যারা দাবী করেছেন তা যে হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তার জন্য এ কলেজ সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সিটি কলেজের এখন ছাত্র-সংখ্যা ৮ হাজারের কাছাকাছি। ঢাকা সিটি কলেজের একটি সহিষ্ণু সাধনা ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। এখানে তা উল্লেখ করা হল ''বর্তমান 'ঢাকা সিটি কলেজের' ১৯৫৭ সালে ঢাকা মহানগরীর একমাত্র নৈশ কলেজ হিসেবে 'ঢাকা সিটি নাইট কলেজ' নামে ওয়েস্ট এণ্ড হাই স্কুল ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদ্দুর জানা যায়, এ কলেজ প্রতিষ্ঠাতা বাহাদুর আবদুর রহমান খান ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের অবদানই অগ্রগণ্য। এছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করেছেন। কলেজটির নিজস্ব স্থান/ভবন না থাকায় এক পর্যায়ে কিছু সময়ের জন্য ঢাকা কলেজ ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে ঢাকা সিটি নাইট কলেজের জন্য ধানমণ্ডি দু'নাম্বার রোডে একটি টিনশেড ঘরসহ এক বিঘার একটি প্লট কেনা হয় এবং ক্লাসসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম এই ঘরে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে এই এক বিঘা প্লটের উপরই কলেজটি অবস্থিত, তবে

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 MAY 1992 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এর রয়েছে একটি ছ'তলা এবং একটি পাঁচতলাভবন।

''কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মোঃ হাফিজউদ্দীন ১৯৭০ সালে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের একজন প্রভাষক হিসাবে এই কলেজে যোগদান করেন।

''১৯৭২ সালে ঢাকা সিটি নাইট কলেজের নাম পরিবর্তন করে ঢাকা সিটি কলেজ করা হয়। অর্থাৎ দিবা এবং নৈশ উভয় শিফটেই ক্লাস চালু হয়। ফলে ছাত্র সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ছাত্র সংখ্যা আবার দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে।

''১৯৭৭ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ আবু সাইদ আহমেদ রিটায়ার করলে অধ্যক্ষের পদটি শূন্য হয়। শূন্যপদের বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে মোঃ হাফিজ-উদ্দীন সে পদের জন্য অন্যদের মত আবেদন করেন। ঐ বছরের মে মাসে তিনি ঢাকা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

''১৯৭৭ সালের মে মাসে অধ্যক্ষ হিসেবে মোঃ হাফিজউদ্দীনের দায়িত্ব গ্রহণের সময় কলেজটিতে একটি ছোট একতলা বিল্ডিং এবং দুইটি টিনশেড ঘর ছিল। ১৯৭৭-এ উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক ও বাণিজ্য) শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ছিল মাত্র ৩৯ জন। আর ডিগ্রী পর্যায়ে এ দু'টি গ্রুপের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২শ' জন। শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১০/১২ জন। এ সময় কলেজটির ফাণ্ড পজিশন ছিল প্রায় ৩০ হাজার টাকা; যার মধ্যে ২০ হাজার টাকা বিধিবদ্ধ তহবিল (Statutory Reserve)।

''মোঃ হাফিজউদ্দীন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর কলেজের উন্নয়নকল্পে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেন। এ পর্যায়ে ঢাকার তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার ও এই কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান খানে আলম খান ঢাকা শহরের কতিপয় সিনেমা হলে চ্যারিটি সো'র আয়োজনসহ বিভিন্ন উপায়ে কলেজের জন্য ফাণ্ড সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে কলেজের একতলা ভবনকে দোতলা করা হয় এবং টিন শেডের স্থলে বহুতল বিশিষ্ট ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এক্সটার্নাল সোর্স থেকে ফাণ্ড সংগ্রহের মাধ্যমে ভবন নির্মাণের এ প্রক্রিয়া ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৭৯ সালের শেষ নাগাদ কলেজটিতে দু'টি দোতলা ভবন ছিল।

''পরবর্তী পর্যায়ে কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফিস দিয়েই উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরি-চালিত হয় এবং ১৯৮৮ সাল নাগাদ একটি পাঁচতলা ও একটি ছ'তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।''

'বর্তমান অধ্যক্ষ সাহেবের এই সাধনা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেয় না সংঘবদ্ধ অশুভ শক্তি। তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণেই আজ অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবী করছে। ছাত্রদের সংসদ করার অধিকার গণতান্ত্রিক। কিন্তু সেই সুবাদে নিজেদের মর্জিমত চলতে না পারলে দল পাকিয়ে পদত্যাগ দাবী করা হবে এবং শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হবে' আসবাবপত্রের ক্ষতি করা হবে? গণতন্ত্র অনুশীলনের এ কেমন ধারা। এ যাবৎ প্রায় শ'য়ের কাছাকাছি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সং-ঘর্ষের কারণে বন্ধ আছে। তার সঙ্গে যদি সিটি কলেজও তালিকায় স্থান পায় তবে ছাত্রছাত্রীরা কোথায় লেখাপড়া শিখবে?

এই কলেজে ১৯৮৪ সাল থেকে ২৬ জন ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী এজন্য কৃতিত্বের দাবীদার। এখন সেই অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। বলা হচ্ছে তিনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিতে চান। যারা এই অভিযোগ এনেছে তারা কী বলবে, কেন এ যাবৎ কলেজ কখনো সন্ত্রাসকবলিত হয়নি কেন? এখন হচ্ছে কী কারণে? এটা কি গণতন্ত্র চর্চার ফসল। না, অন্য কিছু?

এই কলেজের কৃতিত্ব হয়তো অনেকে জানেন না। তারা জানেন তথাকথিত ছাত্রদের অভিযোগ। দেশ-বাসীর জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে, গত ১৯৯০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় এ কলেজ হতে বাণিজ্যে মেধা তালিকায় ৬টি স্থানসহ ৩৮৫ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞানে ১৬ জন স্টার মার্কসহ ১৩০ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। মানবিক শাখায় প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১৮ জন। এই কলেজে পাসের হার ৯২% থেকে ৯৫%। তারপরও অধ্যক্ষের অপসারণ দাবী করা হয়। সরকার কী এই কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও বেশীর ভাগ ছাত্রদের আবেদনে সাড়া দিবেন এবং কলেজ খোলার উপযুক্ত পরিবেশ থাকবে তার নিশ্চয়তা দিবেন। পুলিশ কেন ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্ক্রিয় থাকে, তাও দেশবাসী জানতে চায়। বর্তমান অধ্যক্ষ সাহেবকে আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাব ঢাকা পশ্চিম শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অনন্য অবদানের জন্য ১৯৮৯-৯০ সালে স্বীকৃতি দান ও পুরস্কৃত করে। বছরাধিককাল গণ-তান্ত্রিক সরকারের আমলে তিনি কিছু ছাত্রদের চোখে অযোগ্য হয়ে গেলেন। আর এখন তার পদত্যাগ তারা দাবী করছে। এ কোন দেশে আমরা বাস করছি? দেশবাসী জানতে চায়। সরকারীদল ও বিরোধীদলগুলো সকলের নিকটই জবাব দাবী করার অধিকার দেশবাসীর আছে। এই Silent majority-কে উপেক্ষা করা কি ঠিক হবে?